সার্বিক কর্মকান্ডে প্রবীণরা হোক চালিকা শক্তি

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো——, রবি ঠাকুরের এই গানটি সত্যি অসাধারণ। একদম মিলে যায় প্রবীণ ভাই-বোনদের সাথে। বয়েসের ভারে নুয়ে পড়া জীবন এ যেন করুণার জীবন, স্বপ্নহীন জীবন। এই সময় কেবল দিনকাটে প্রবীণদের ধর্মচর্চা করে আর অপেক্ষায় পার করতে হয় ওপারের ডাকের।
১লা অক্টোবর আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে পালিত হয়। এটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রবীণদের জীবনযাএার মানোন্নয়ন করা এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।
প্রতিবছর নতুন নুতন থিম বা প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ^ব্যাপী দিবসটি পালন করা হয়। এবার ৩৫তম আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস পালন করা হচ্ছে। এবছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘‘Older Persons Driving Local and Global Action: Our Aspirations, Our Well-being, Our Rights” অর্থাৎ স্থানীয় ও বৈশি^ক পর্যায়ে প্রবীণদের প্রত্যাশা,কল্যাণ ও অধিকার আদায়ে এবং সার্বিক কর্মকান্ডে প্রবীণ হোক চালিকা শক্তি। বাংলাদেশ সরকার এবার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- “একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছো আজ আমি স্বপ্ন গড়বো সযতেœ তোমায় রাখবো আগলে”।
জাতিসংঘ ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর ১লা অক্টেবরকে আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস হিসেবে ঘোষনা করেছে। প্রতি বছরই একটি নতুন প্রতিপাদ্য বা থিম নিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হয়, যা প্রবীণদের জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং তাঁদের প্রতি সমাজের করনীয় বিষয়ে আলোকপাত করে।
মানবজাতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ধক্য। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ প্রবীণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে জনসাংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বেশি হচ্ছে। আমাদের গড় আয়ু এখন ৭৩ বছর। এটি সৃষ্টিকর্তার আর্শীবাদ বলা যায়। বার্ধক্যকে মানব জীবনের প্রধান চ্যালেঞ্জ বিবেচনা করে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন,প্রবীণদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি সহনশীল আচরণ প্রর্দশন এবং তাদের সমস্যাগুলো সর্ম্পকে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর ১লা অক্টোবরকে আর্র্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস ঘোষণা

প্রবীণ বয়সে সবার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা এবং চিন্তাভাবনাহীন শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনযাপনের দিকনির্দেশনা দেওয়া।

প্রবীণদের প্রধান সামাজিক সমস্যাসমুহ:
১) আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের অভাব প্রবীণদের একটি বড় অংশকে দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দেয়।
২) বার্ধক্যজনিত রোগ, যেমন-ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হদরোগ, কিডনী জটিলতা ও দৃষ্টিশক্তির সমস্যার চিকিৎসা সুবিধার অভাব প্রবীণদের ভোগান্তি বাড়ায়।
৩) একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে প্রবীণরা একা হয়ে পড়ছেন, যার ফলে তাঁরা অবহেলা ও একাকিত্বের শিকার হচ্ছেন।
৪) নগরায়ণ ও আধুনিকীকরণ প্রবীণদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করছে, যার ফলে তাঁরা সমাজে নিজেদের মূল্যহীন মনে করেন।
৫) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং পর্যাপ্ত বিনোদন কেন্দ্র ও আবাসন ব্যবস্থার অভাব প্রবীণদের জীবনকে কঠিন করে তোলে।
৬) আধুনিক সমাজের অংশ হিসেবে পারিবারিক কাঠামো পরিবর্তন হওয়ায় প্রবীণরা অনেক সময় নিজেদের পরিবারেই অবহেলিত হন।
৭) প্রবীণরা চুরি, নির্যাতন এবং অন্যান্য সামাজিক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন, যার কারণে তাঁদের নিরাপত্তা একটি বড় উদ্বেগ।

বড় দুখের বিষয়,যে হাতে একদিন সন্তানের মুখে আহার তুলে দিত সে হাতই প্রবীণদের চোখের পানিতে ভিজছে। তারপরেও বৃদ্ধাশ্রমে কিংবা পরিবারে ঘরের কোণায় একাকী বসে প্রিয়জনকে একপলক দেখার আশায় যেন বেঁচে আছেন তাঁরা। নিজ ঘরে বা ঘরের বাহিরে প্রবীণরা অনেকেই শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন বছরের পর বছর, আর এই মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কেউ বা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধাশ্রমে একটু স্বাধীনভাবে বাঁচার আশায় । বাড়ীর পথ ভুলে কেউ বা পড়ে থাকচ্ছেন পথে ঘাটে, কেউ বা যন্ত্রণায় মৃত্যুকে বেছে নিচ্ছেন বাধ্য হয়ে। যদিও আমি এখানে উল্লেখ করতে চাচ্ছি না, এমনও অনেক শিক্ষিত সন্তান বড় বড় পেশায় নিয়োজিত আছেন তাঁদের পিতামাতাও একরকম মনের কষ্ট নিয়েই বৃদ্ধাশ্রমে দিনাতিপাত করছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্ত:প্রজন্ম সংযোগ তৈরীর পাশাপাশি বয়স্ক ভাতা বৃদ্ধি করা অতি প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রায় ২ লক্ষ্যের উপরে বিভিন্ন